গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৯ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ১৪ - ২০ আগস্ট ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা

আর জি কর ঃ বিচার আর কবে ?

● *বিচারহীনতার ২৪ মাস পূর্তিতে ৯ আগস্ট 'ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইমেন'-এর ডাকে 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আর জি কর-এ 'ক্রাই অফ দ্য আওয়ার' মূর্তির সামনে প্রতিবাদ সভা হয়। সভার পর শ্যামবাজার মোড়ে নেতাজি মূর্তি পর্যন্ত মশাল মিছিলে অংশ নেন শত শত মানুষ। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অনন্ত বর্ধন, বিশিষ্ট লেখিকা শাশ্বতী ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, ডাঃ সজল বিশ্বাস, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী, কল্পনা দত্ত, ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, ডাঃ অনিকেত মাহাতো, সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র প্রমুখ।*

'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'বিচার চাই' — বিগত দুটি বছর ধরে শুধু স্লোগানে নয়, মানুষের মনে সর্বক্ষণের জন্য বারবার অনুরণিত হয়ে চলেছে এই দাবি। কিন্তু দু বছর পার করেও বিচার পেল না আর জি কর হাসপাতালের নিহত স্নাতকোত্তর ছাত্রী অভয়া। বিচার পেল না প্রতিবাদী মানুষ। ২০২৪-এর ৯ আগস্ট দুপুরে আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে যে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওই হাসপাতালের ছাত্র, জুনিয়র ডাক্তার এবং কয়েকজন প্রাক্তনী। মৃতদেহ আটকে রেখে তাঁরা দাবি তুলেছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট না এলে তা সরানো যাবে না। সেই আন্দোলন রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। একে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণের সাক্ষী থেকেছে সারা দেশ। অপরাধীদের আড়াল করতে চাওয়া তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়া তীব্র জনরোষের ঢেউকে ভোটে কাজে লাগাতে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় বসার এক সপ্তাহের মধ্যে আর জি কর হত্যাকাণ্ডের দোষীদের ফাইল খুলবে তারা। দেখা গেল বিজেপির রাজ্য সরকার সশব্দে কিছু ফাইলে ধুলোটুলো ঝাড়ার ভঙ্গি করলেও বাস্তবে কোনও ফাইলই খোলা হয়নি। এর আগে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের পরিচালিত সিবিআই তৃণমূল সরকারের তাঁবেদার পুলিশের রিপোর্টে নিজেদের স্ট্যাম্প লাগিয়ে তদন্ত শেষ করে দেওয়ার

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আরএসএস-কে পুরস্কৃত করার প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের ৯০ দিন পূর্তি উপলক্ষে আজ নবান্নে ৩২৫ জন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আরএসএস কর্মীকে 'লোকতন্ত্র সেনানী' নাম দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং তাঁদের মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এঁরা নাকি কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য কাজ করেছেন। অথচ ইতিহাস বলে আরএসএস নেতারা অনেকেই মুচলেকা দিয়ে নিজেদের মুক্তি চেয়েছেন। এমনকি জেলে অন্যান্য দলের কর্মীরা মুচলেকা দিতে রাজি না হলেও আরএসএস-এর কর্মীরা দলে দলে সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সে সময়ের সংবাদপত্র ও ইতিহাসের পাতায় তা নথিভুক্ত আছে।

তা ছাড়া আজ বিজেপি সরকার সারা ভারতে যে ভাবে গণতন্ত্র হত্যা করছে তা অঘোষিত জরুরি অবস্থা ছাড়া কিছু নয়। জনগণের করের টাকায় তাদেরই 'লোকতন্ত্র সেনানী' নাম দিয়ে পুরস্কার পাইয়ে দেওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে চরম লজ্জার। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি।

প্রকৃত বামপন্থী সংগ্রামই পারে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে

৫ আগস্ট শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষের ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতায় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও প্রায় ৩০ হাজার মনোযোগী শ্রোতার সামনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ। তাঁর ভাষণটি প্রকাশ করা হল। প্রকাশের সময় সাধারণ সম্পাদক নিজেই ভাষণটি সম্পাদনা করে দেন।

কমরেড সভাপতি, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

৫০ বছর আগে এই দিনে আমরা হারিয়েছি মানবসভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সর্বহারার মহান নেতা মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষকে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতি বছরই আমরা এই দিনটিতে সমবেত হই। তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি স্মরণ করি, তাঁর শিক্ষা স্মরণ করি এবং তাঁর ছাত্র হিসেবে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আবার একদিন ৫ আগস্ট আসবে যখন আমি থাকব না, আপনাদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরাও থাকবেন না, কিন্তু ৫ আগস্ট আসবে বার বার কমরেড শিবদাস ঘোষের উদাত্ত আহ্বান নিয়ে। আমাদের বিবেকের কাছে আহ্বান জানাবে— যাতে এ দেশে যথার্থ মার্ক্সবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-কে শক্তিশালী করি, বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করি, শোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করি।

৫ আগস্টের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

জনশক্তি অপ্রতিরোধ্য, তাকে কেউ আটকাতে পারে না

কমরেড সভাপতি বলেছেন, সম্প্রতি দিল্লিতে যে আন্দোলন হয়ে গেল, সারা দেশে তার ব্যাপক প্রভাবের কথা। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ককরোচ জনতা পার্টি। কোনও রাজ্যে বা কোনও জেলায় আজও এর কোনও অস্তিত্ব নেই। তার অবস্থান মূলত সমাজমাধ্যমে। আন্দোলন শুরু হয়েছিল ডাক্তারির প্রবেশিকা নিট পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে। বার বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, এ বারও হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় এ বছর ২০ জন ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছেন। আগের বছরগুলোতেও বেশ কিছু ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছেন একই কারণে। একে ভিত্তি করেই বিক্ষোভের শুরু। দিনের পর দিন সেই আন্দোলন চলতে থাকলেও সরকার কোনও আলোচনায় আসে না, কোনও যোগাযোগ করে না। এই অবস্থায় ছাত্র-যুবরা পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দিলেন। বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো প্রবল জনস্রোত নেমে এল দিল্লির রাজপথে। এই জনগণ কেউ কাউকে চেনে না, কার কোন রাজ্য, কী ভাষা, কী ধর্ম কেউ জানে না। কিন্তু দাবি এক। সকলে মিলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এল। জীবনের নানা অসহনীয় সংকট থেকে যে বিক্ষোভের বারুদ জমা হয়েছিল, তাই আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হল। সরকার লাঠি, বেয়নেট, পেলেট গান, পেরেক গাঁথা লাঠি,

চারের পাতায় দেখুন

আর জি কর ও বারুইপুর কাণ্ডে ন্যায়বিচার কবে মিলবে প্রশ্ন এস ইউ সি আই (সি)-র

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

৯ আগস্ট আর জি করের নির্যাতিতা অভয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের ২ মিনিট নীরবতা পালনের নির্দেশিকা আসলে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপরাধীদের আড়াল করার এক নির্লজ্জ কৌশল। বিজেপি সরকার পরিচালিত সিবিআই আজও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। নির্বাচনের আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ৭ দিনে ন্যায়বিচারের যে ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মানুষের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ থেকে বাঁচতে এখন তা ঢাকতেই এই নীরবতার কৌশলী নাটক করা হচ্ছে। বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে মূল সাক্ষীকে এনকাউন্টারের নামে হত্যা করা হয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

এই পরিস্থিতিতে নীরবতা আসলে শোকের 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' ছাড়া আর কিছু নয়। জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এই রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ হোক। রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে— ঠিক কত দিনের মধ্যে আর জি কর এবং বারুইপুর কাণ্ডে প্রকৃত ন্যায়বিচার মিলবে।

যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনে লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা

যোগ্য শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারির নিন্দা জানিয়ে এসইউসিআই(সি) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ পাঠিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির ফলেই হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরানোর দাবি আমরা সেই সময় থেকেই করে এসেছি। পাশাপাশি শিক্ষা দুর্নীতির উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও আমরা করেছি।

বর্তমান রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্বতন সরকারের বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি কেবল নয়, সরকার আন্দোলনরত যোগ্য শিক্ষকদের গ্রেফতার করছে। যখন সরকারি স্কুলগুলিতে হাজার হাজার শিক্ষক পদ শূন্য, যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে ফেরাতে না পারলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আরও বিপর্যস্ত হবে। এই শিক্ষকদের আন্দোলনকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং দ্রুত তাঁদের স্কুলে ফেরানোর দাবি জানাচ্ছি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮৫তম বার্ষিকী উদযাপন

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষে আগস্ট আন্দোলনের শহিদ স্মরণে এসইউসিআই(সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির আহ্বানে জেলা জুড়ে ৯ আগস্ট দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। সকালে তমলুক শহরে শহিদ মাতঙ্গিনী, ক্ষুদিরাম বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্মরণ অনুষ্ঠান। রূপশ্রী মোড়ে সকালে একটি প্রকাশ্য সভা হয়। মূল বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুরূপা দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক প্রণব মাইতি ও সদস্য লেখা রায়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভা শেষে তমলুক হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত পদযাত্রায় শামিল হন দলের কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষ।

জেলার কোলাঘাট ব্লকে বাগুর গ্রামের নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে দেউলিয়া বাজার হয়ে পুলসিটা নেতাজি মূর্তি পর্যন্ত পদযাত্রায় শামিল হন দলের কোলাঘাট-২ লোকাল কমিটি এলাকার কর্মী-সমর্থকেরা। তমলুক ছাড়াও মেছেদা, ভোগপুর, পাঁশকুড়া, মহিষাদল, নিমতৌড়ি, ময়না সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

আর জি কর ঃ বিচার আর কবে?

একের পাতার পর

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তীব্র গণবিক্ষোভের চাপে তারা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়। যদিও দু'বছর ধরে সে বস্তুটির দেখা পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনজীবী, সমাজকর্মী সহ সাধারণ মানুষ 'ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ উইমেন'-এর পক্ষ থেকে বারবার সিবিআই দপ্তরে গিয়ে দাবি করেছেন, তদন্তের অগ্রগতি কী হল মানুষকে জানানো হোক। তাঁরা বারবার প্রশ্ন করেছেন, আর জি কর হাসপাতালে দীর্ঘদিন সিল করে রাখা ঘরে সিবিআই কেন খুঁটিয়ে তদন্ত করছে না! কেন সমস্ত সন্দেহভাজনকে সিবিআই জেরা করছে না! কারা প্রমাণ লোপাটের জন্য আর জি করে ভঙচুর করতে গিয়েছিল তাদের চিহ্নিত করে তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন!

জুনিয়র ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল ও নার্সিংয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বারবার দাবি তুলেছেন, যে দুর্নীতি চক্র ও থ্রেট কালচার অভয়ার নৃশংস হত্যা ও ধর্ষণের জন্য দায়ী মাথাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। রাজ্যে সরকারি গদিতে পালা বদলের পর মানুষের এই আশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু তিন পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা ছাড়া নতুন কোনও পদক্ষেপ দেখাই যায়নি। তৃণমূল সরকারের আমলের স্বাস্থ্য সচিব বহাল তবিয়তে সেই চেয়ারেই আছেন। অথচ থ্রেট কালচার ও দুর্নীতি চক্রের মদতদাতা হিসাবে তাঁর অপসারণের দাবি ছিল আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম দাবি। যে তিন পুলিশ অফিসারকে এখন বিজেপি সরকার সাসপেন্ড করেছে তাঁদের পূর্বতন পোস্ট থেকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল তৃণমূল সরকারই।

আর জি কর আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সারা ভারতে তা ছড়িয়ে পড়তে দেখে আন্দোলনের গতিতে কিছুটা রাশ টানার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরু করে। সেই মামলায় সিবিআই তৎকালীন প্রধান বিচারপতির কাছে একটি মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেয়। যা পড়ে নাকি বিচারপতি শিউরে উঠেছিলেন! পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট মামলা থেকে সরে যায়, কলকাতা হাইকোর্টের হাতেই আসে এই মামলা। কিন্তু সেই শিউরে ওঠা রিপোর্টের ভিত্তিতে সিবিআই কী করল? আর জি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, টালা থানার তৎকালীন ওসি, তাদের চক্রের যারা অংশীদার কারও বিরুদ্ধেই সিবিআই খুন ও ধর্ষণের চক্রান্ত, প্রমাণ লোপাটের কোনও প্রমাণই কার্যত পেশ করেনি। দুর্নীতির প্রশ্নে কিছু কথা সিবিআই বললেও সে তদন্তও চলছে শামুকের গতিতে। রাজ্যে সরকারি গদিতে পালা বদলের পর রাজ্য সরকার সিবিআইকে তৎপর হওয়ার জন্য কোনও কথা বলেনি। বিজেপির রাজ্য নেতারা তাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে সিবিআইয়ের অপদার্থ ভূমিকা নিয়ে কোনও কথা বলেছে এমনটা শোনা যায়নি। সিবিআইকে অপদার্থতার জন্য তিরস্কার করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালতের পর্যবেক্ষণ বলছে, এতগুলো দিন ধরে সিবিআই আদৌ কোনও তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়নি। তীব্র ভর্ৎসনার পর সিবিআই তাদের তদন্তকারী অফিসার বদল করেছে। কিন্তু ৬ আগস্টেও হাইকোর্ট বলেছে, আগের তদন্তের রাস্তাতেই চলেছে সিবিআই। রাজ্য সরকার ৯ আগস্ট অভয়ার স্মরণে সব হাসপাতালে নীরবতা পালন করেছে, মুখ্যমন্ত্রী পানিহাটিতে অভয়ার বাড়ির এলকায় গিয়ে তাঁর মা ও বাবার উপস্থিতিতে বলেছেন, রাজ্য সরকার নাকি পুনর্তদন্ত চাইছে! এমনকি জনমতের সামনে মুখ্যমন্ত্রী সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছেন পানিহাটিতে দাঁড়িয়ে। তা হলে, তিনি তো তাঁর দলের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারতেন— কার নির্দেশে সিবিআই অভয়ার তদন্ত কার্যত না করে বসে রইল? কেন হাইকোর্ট বলার আগে সিবিআই আর জি করেও গেল না? কেন এখনও কাউকে নতুন করে জেরা করল না? এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য কি কোনও সিবিআই অফিসারকে নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহের মন্ত্রক জবাবদিহি করতে বলেছে?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পুনর্তদন্তের কাজে রাজ্য পুলিশের জন্য সিবিআইয়ের থেকে আলাদা কিছু বিষয় নাকি তিনি নিজে খুঁজে খুঁজে বার করেছেন। এ জন্য তিনি গর্ব করে এসেছেন অভয়ার বাবা মায়ের সামনে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই বিষয়গুলি মূল তদন্তে তিনি যুক্ত করতে চাইছেন না কেন? এখন তো তাঁদের ডবল ইঞ্জিন সরকার, তা হলে সিবিআইকে এই তথ্যগুলো খতিয়ে দেখতে তিনি বলতে পারছেন না কেন? বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি কি সত্য উদঘাটনে চাপ দিয়েছেন? এমন কথা তো তিনিও বলছেন না! তবে কি সিবিআই কিছু করবে না, এ কথা তিনিও বুঝে গেছেন? অথচ অভয়ার মাকে এমএলএ বানানোর পর বিচারের কিছু প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলেই নয়, তাই তদন্তের নামে আবার কিছুটা সময় কাটানো! এটাই কি উদ্দেশ্য? এ দিকে দেখা যাচ্ছে, যে থ্রেট কালচার ও দুর্নীতি অভয়ার খুনের সাথে যুক্ত তা নির্মূল করার চেষ্টা দূরে থাক, মেডিকেল কলেজে দেখা যাচ্ছে প্রভাবশালীদের নির্দেশে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার চক্র বহাল তবিয়তে কাজ করছে। সম্প্রতি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে এই চক্র কী ভাবে তৃণমূলের পরিবর্তে বিজেপির হাত ধরে নির্বিঘ্নে চলছে, তাও পরিষ্কার দেখা গেল।

মুখ্যমন্ত্রী ৯ আগস্ট পানিহাটিতে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছেন, মদ ও মাদকের বিস্তারই ধর্ষণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু এই সামাজিক ব্যাধি দূর করতে বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলির ভূমিকা কী? সম্প্রতি বারুইপুরে দেখা গেছে নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের সাথে অভিযুক্ত সকলেই এই চক্রে যুক্ত শুধু নয়, তারা প্রায় সকলেই বিজেপির ঘনিষ্ঠ বলেও স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করেছেন। যে যুবক গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধেও এমন অভিযোগ স্থানীয় মানুষ করেছেন।

এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মদ বেচাকেই কোষাগারের প্রধান আয়ের উৎস করে ফেলেছিল, বিজেপি সেই নীতি পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেনি। অন্য রাজ্যে বিজেপি শাসনে মদ এবং মাদকের রমরমা খুবই সাধারণ ঘটনা। গুজরাটে বিজেপি ঘনিষ্ঠ আদানিদের বন্দরে কিছুদিন অন্তরই বিপুল পরিমাণ মাদক ধরা পড়ার সংবাদ শোনা যায়। তারা এর জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এ রাজ্যে বিজেপি সরকার অন্য রাজ্যের বিজেপি থেকে আলাদা হবে এমন ভরসা কোথায়? এই জন্যই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী বারুইপুরে পুলিশের এনকাউন্টারে হত্যাকেই বাহবা দিয়ে বলেছেন, বিচারে দেরি হয়, আমি পুলিশকে বলেছি যা করার করে দেবেন! পুলিশের কাজ যদি এটাই হয়, কিছুদিন পর সম্ভবত বিচার ব্যবস্থাটা রাখার দরকারও তাঁরা অনুভব করবেন না! বারুইপুরে যেমন ফাঁস হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে যে অভিযুক্ত যুবক অনেক কথা বলে দিচ্ছিলেন, তিনিই এনকাউন্টারে প্রাণ হারালেন, ফলে অনেক সত্যই চাপা পড়ে গেল। তেমন 'বিচার'ই কি এখন বিজেপি রাজত্বে ঘটতে থাকবে!

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে যে মানুষ বলেছিল, 'অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই' — তাঁরা আজও পথ ছাড়েননি। তাঁরা যত দিন বিচারের দাবিতে লড়বেন তত দিন এই দাবিকে একেবারে উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হবে।

মানুষ রাজপথে শুধু অভয়ার বিচার চাইছেন তা নয়, তাঁরা বারুইপুরের নাবালিকাসহ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের বিচারের দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন। বিচার ছিনিয়ে নিতে গেলে আন্দোলনই একমাত্র ভরসা।

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, 'কনফেশন অফ ফেথ'। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্ক্সকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্ক্স-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি। এ বার দ্বিতীয় কিস্তি।

প্রশ্ন ঃ কারিগরদের সাথে সর্বহারার পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ সর্বহারার বিপরীতে তথাকথিত যে কারিগর (হস্তশিল্পী) সম্প্রদায়কে গত শতাব্দীতে (অষ্টাদশ) প্রায় সর্বত্র দেখা যেত এবং এখনও স্থানে স্থানে তাদের পাওয়া যায়, তারা বড়জোর সাময়িক ভাবে সর্বহারা। তাদের লক্ষ্য থাকে নিজস্ব পুঁজি সঞ্চয় করার, যার মাধ্যমে অন্য মজুরদের শোষণ করা যায়। এই লক্ষ্য পূরণ তাদের পক্ষে সম্ভব— যেখানে এখনও কারিগরদের গিল্ডের অস্তিত্ব আছে অথবা যেখানে গিল্ডের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন পেশায় থাকা কারিগরদের উৎপাদন এখনও কারখানা ভিত্তিতে সংগঠিত হয়নি এবং সে কারণে এখনও হিংস্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়নি। কিন্তু যে মুহূর্তে কারুশিল্প কারখানা-উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্গত হল এবং প্রতিযোগিতা পুরোপুরি মাথা তুলল, আগের পরিস্থিতি ক্রমাগত লুপ্ত হয়ে কারিগররা বেশি বেশি করে সর্বহারায় রূপান্তরিত হতে লাগল। এই ভাবে কারিগররা হয় নিজেরাই বুর্জোয়ায় পরিণত হয়ে, অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তে পরিণত হয়ে নিজেদের মুক্ত করল। আর না হলে প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে তারা পরিণত হল সর্বহারায় (আজকের দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটছে)। এই অবস্থায় তারা সর্বহারা আন্দোলনে যোগ দিয়ে যথার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে— যা বলতে গেলে বাস্তবে কমিউনিস্ট আন্দোলন।

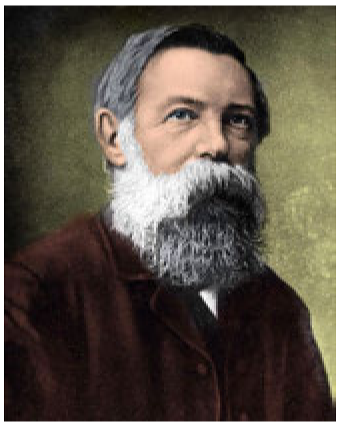

(এই প্রশ্নটির উত্তরের জায়গাটি এঙ্গেলস খসড়ায় ফাঁকা রেখেছিলেন। কিন্তু এই রচনার ঠিক আগে লেখা 'ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ'-এ ১২ নম্বর প্রশ্ন এবং উত্তরটি ছিল হুবহু এক। সেটিই এখানে দেওয়া হল। সূত্র ঃ কার্ল মার্ক্স-ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স নিউইয়র্ক, ১৯৭৬)

প্রশ্ন ঃ প্রাক-শিল্পবিপ্লব ক্ষুদ্র উৎপাদন শ্রমিকদের (ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক) সঙ্গে সর্বহারাদের তফাৎ কোথায়?

উত্তর ঃ সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকদের হাতে কিছু উৎপাদনের হাতিয়ার যেমন, নিজস্ব তাঁত, পারিবারিক সুতা কাটার যন্ত্র, অবসর সময়ে চাষবাস করা চলে এমন ছোট একখণ্ড জমি— এ সব ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও তা আছে। সর্বহারার এ সব কিছুই নেই।

ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকেরা মূলত গ্রামাঞ্চলে বাস করত এবং জমিদার বা নিয়োগকারীদের সঙ্গে খানিকটা পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল।

সর্বহারা মূলত শহরবাসী এবং নিয়োগকারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিখাদ আর্থিক। বৃহৎ শিল্প ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিককে তার এই পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করল শুধু নয়, তার সামান্য যা নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, এর ফলে তাও সে হারাল এবং এ ভাবেই পরিণত হল সর্বহারায়।

প্রশ্ন ঃ শিল্প-বিপ্লব এবং বুর্জোয়া আর সর্বহারার মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার তাৎক্ষণিক ফলাফল কী হয়েছিল?

উত্তর ঃ প্রথমত, যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ফলে শিল্পজাত দ্রব্য সমানে সস্তা হয়ে যেতে থাকল। ফলে, কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে চলা ক্ষুদ্র উৎপাদন শিল্পের (ম্যানুফ্যাক্টরি) পুরনো প্রণালীটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। যে সব অর্ধসভ্য (সেমি বারবারিয়ান) দেশ তখনও পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক অগ্রগতির ধারা থেকে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তাদের উৎপাদন পদ্ধতি তখনও পুরনো উৎপাদন প্রণালীতে চলত, তাদের বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হল। ব্রিটিশের অপেক্ষাকৃত সস্তা পণ্যদ্রব্য কেনার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষুদ্র উৎপাদন-শ্রমিকদের ধ্বংস হয়ে যেতে দিতে হল তাদের। হাজার হাজার বছরেও যে সব দেশে প্রগতির চিহ্ন দেখা যায়নি— যেমন, ভারতবর্ষ— সেখানেও আগাগোড়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল, এমনকি, চীনও বিপ্লবের পথে হাঁটা শুরু করল।

আজ এমন এক পরিস্থিতি এসেছে যে, ইংল্যান্ডে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বছরখানেকের মধ্যে চীনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কর্মহীন করে দেয়।

বৃহদায়তন শিল্প এই ভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একটা সম্পর্কের মধ্যে টেনে এনেছে। ছোট ছোট সমস্ত স্থানীয় বাজারকে জুড়ে দিয়েছে বিশ্ব-বাজারে, সভ্যতা আর প্রগতির পথ সুগম করেছে সর্বত্র। উন্নত দেশগুলির ঘটনা প্রবাহের দ্বারা যাতে দুনিয়ার সমস্ত দেশ প্রভাবিত হয় সেই ব্যবস্থা করেছে।

তাই আজ ইংল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের শ্রমিকরা মুক্তি অর্জন করলে তা নিশ্চিত ভাবে বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমিককে বিপ্লবের রাস্তা দেখাবে। আজ হোক আর কাল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত দেশের শ্রমিক মুক্তি অর্জনে সফল হবেই।

দ্বিতীয়ত, যেখানেই ক্ষুদ্র শিল্পকে হটিয়ে তার জায়গায় বৃহদায়তন শিল্প এসেছে, সেখানেই শিল্প বিপ্লব বুর্জোয়াদের উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। তাদের সম্পদ ও ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে গেছে, তাদের প্রধান শ্রেণি হিসাবে গড়ে তুলেছে। তার ফল হয়েছে, যেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং উচ্ছেদ করেছে পূর্বতন সমস্ত শাসক শ্রেণি— অভিজাতকূলকে, গিল্ডের মনিবদের এবং এই দু'য়ের প্রতিভূ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে।

(চলবে)

বিহারে ১৬টি মেডিকেল কলেজের অংশীদারিত্ব বেসরকারি হাতে দিচ্ছে বিজেপি সরকার

প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

বিহারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) ১৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি-জেডিইউ সরকার। এর তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই(সি)-র বিহার রাজ্য সম্পাদক অরুণ কুমার সিং ৬ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকাঠামো— সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত অভাবের কারণে সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য বাধ্য হচ্ছে ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালে যেতে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) সম্পূর্ণ জনবিরোধী পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, যে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং তা বজায় রাখা। কিন্তু সম্রাট চৌধুরী সরকার জনস্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জনগণের করের টাকায় নির্মিত ১৬টি নতুন হাসপাতাল পুঁজিপতিদের মুনাফা লাভের জন্য খুলে দিয়েছে। তিনি বলেন যে, এই হাসপাতালগুলো পিপিপি পদ্ধতিতে চালানোর ফলে সেখানে পড়তে হলে ছাত্রদের মোটা অঙ্কের ফি দিতে হবে। রোগীদেরও অতিরিক্ত ফি দিতে হবে। ফলে তাদের চিকিৎসা পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

কমরেড অরুণ সিং রাজ্য সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করার জন্য জনগণকে, বিশেষ করে দরিদ্র ও শ্রমজীবী শ্রেণিকে, আহ্বান জানিয়েছেন।

পশুপক্ষী হাটগুলি চালুর দাবিতে কনভেনশন কলকাতায়

পশু জবাই সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের গত ১৩ মে জারি করা বিধির ফলে রাজ্যের সমস্ত পশুহাটগুলি প্রায় তিন মাস ধরে বন্ধ। ফলে রাজ্যের পশু ব্যবসায়ী ও গো-পালক হাজার হাজার মানুষ প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। এই অবস্থায় এই নয়া বিধি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৮টি জেলায় গড়ে উঠেছে জেলা সমিতি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম সহ পাঁচটি জেলায় বিক্ষোভ মিছিল এবং জেলাশাসক ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগে গণডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়।

অবিলম্বে পশুপক্ষী হাটগুলি চালু করার দাবিতে ৮ আগস্ট সারা বাংলা পশুপক্ষী হাট বাঁচাও সমিতির ডাকে কলকাতার ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সারা বাংলা কনভেনশন। ডাঃ আব্দুল আলি খান, মইনুল রেজা মণ্ডল, শেখ আসপিয়ার আলি, নাজমে আলম ও দিলীপ কুণ্ডু কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি আবুয়েল শুশাহানা মণ্ডল কনভেনশন পরিচালনা করেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতি আবুয়েল শুশাহানা মণ্ডল। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক দিলীপ কুণ্ডু। বিভিন্ন জেলার হাটগুলি থেকে আসা প্রতিনিধিরা মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এবং এই বিধি প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১১টি জেলার ৪০টি হাটের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচিত হয় 'সারা বাংলা পশুপক্ষী হাট বাঁচাও সমিতি'। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-মজুর আন্দোলন ও ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির নেতা পঞ্চানন প্রধান। ২৫ আগস্ট কলকাতায় মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আকণ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত

একের পাতার পর

ব্যারিকেডের তারে ইলেকট্রিক কারেন্ট— এই রকম অনেক কিছু দিয়ে প্রবল আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল ছাত্রছাত্রীদের উপর, যুবক ও অভিভাবকদের উপর। মহিলাদের গোপনাঙ্গে আঘাত পর্যন্ত করেছিল। সব কিছুই করেছিল আন্দোলন দমন করার জন্য। কিন্তু জনশক্তি যখন জাগে, অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলে, কোনও শক্তিই তাকে আটকাতে পারে না। দিল্লির এই আন্দোলন আবার তা প্রমাণ করে দিল। শিক্ষামন্ত্রী বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে। ফ্যাসিস্ট সরকার তার মাথা নিচু করতে বাধ্য হল।

এর থেকে কেউ যদি ধরে নেন, আর দুর্নীতি হবে না, আর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না, তা হলে ভুল হবে। ২০১১ সালে এ রকমই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। তাকে ব্যবহার করে বিজেপি ও আপ সরকারি গদি দখল করেছিল দুর্নীতি উৎখাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আর এখন তারা দুর্নীতিতে কংগ্রেসকেও ছাড়িয়ে গেছে। পাঁচ বছর আগে আর একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন হয়েছিল দিল্লির বুকে— কৃষক আন্দোলন। ৭১৩ জন কৃষক এই আন্দোলনে প্রাণত্যাগ করেন। সরকার দাবি মেনে নেয়। কিন্তু যে দাবি মেনে নিয়েছিল, সেগুলিই পরে আবার নতুন করে সরকার নিয়ে আসছে। আবারও কৃষকদের আন্দোলনে যেতে হচ্ছে। ফলে আন্দোলনের চাপে আপাতত দাবি মানলেও আন্দোলন দুর্বল হলেই সরকার তার সুযোগ নেবে।

৫ আগস্টের সভায় মহান নেতার ছবিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। (ডানদিকে) গার্ড অব অনার জানাচ্ছে দলের কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের সদস্যরা

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আকণ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত

এই সমাজব্যবস্থা, যাকে আমরা বলি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, এর রাজনীতি, এর রাষ্ট্র, এর সরকার, এর জুডিশিয়ারি, আমলাতন্ত্র, ল অ্যান্ড অর্ডারের কাঠামো, এই রাজনৈতিক দলগুলো, নেতারা— সবটাই আকণ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। এ সমাজ হল পচাগলা সমাজ। একটা নির্বাচন আসে, বিরোধী দল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর ভোটে নির্বাচিত হয়ে অন্য মূর্তি ধারণ করে। এই দলগুলি, নেতারা মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক। পরবর্তী সরকার দুর্নীতিতে আগের সরকারকে ছাড়িয়ে যায়। নানা দলের নানা ঝান্ডার নেতারা সকলেই তাই করে।

এই প্রধানমন্ত্রীই তো বলেছিলেন, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'! আজ তাঁর চেহারা কী? 'হাম খায়েঙ্গে, তুমকো কুছ নেহি দেঙ্গে'— এই হচ্ছে তাঁর আজকের চেহারা। দুর্নীতি এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, যে রামের নাম নিয়ে তারা গোটা ভারতবর্ষ তোলপাড় করেছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল, কোটি কোটি টাকা দিয়ে রামচন্দ্রের মূর্তি, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ সেই রামচন্দ্রের নামে মানুষের দেওয়া কোটি কোটি টাকা, অলঙ্কার, সব কিছু লুঠ করা হল। মন্দিরের রক্ষকরা বিজেপি সরকার নিযুক্ত আরএসএসের লোক। সেই রামভক্তরাই রামের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। অন্যান্য মন্দিরেও একই রকম দুর্নীতি ঘটছে। রক্ষকরাই ভক্ষক হয়ে গেছে। মূর্তি তো নিজের সম্পদ রক্ষা করতে পারে না! দুর্নীতি কোন স্তরে পৌঁছলে এ জিনিস ঘটতে পারে!

স্বাধীনতা শুধুই পুঁজিপতিদের জন্য

আপনারা জানেন, ক'দিন বাদেই ১৫ আগস্ট আসছে। এখানে কলকাতায় রেড রোডে তার বিরাট প্রস্তুতি চলছে। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন, রাজ্যে রাজ্যে রাজভবন, সবগুলিই আলোকমালায় সজ্জিত হবে। নেতারা দেশপ্রেমের ভাষণ দেবেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় বহু তারকাখচিত হোটেলে বিরাট ভুরিভোজ হবে। সে ভোজন থেকে যে উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিনে পড়বে, অসংখ্য শিশু এই ভারতের রাজ্যে রাজ্যে শহরে শহরে সেই ডাস্টবিনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের এটাই খাদ্য। এই শিশুদের ফুটপাতে জন্ম, ফুটপাতেই বাস। এই ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা লক্ষ লক্ষ শিশু ভারতের শহরে শহরে, নানা স্টেশনে বাস করে। এরা অনেকে জানে না তাদের আসল ঠিকানা কোথায়। কে তাদের বাবা-মা, তাও অনেকে খবর রাখে না। এ ভাবেই কুড়িয়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে কোনও রকমে বাঁচে। আবার ফুটপাথেই মৃত্যু হয়। দেশে প্রতিদিন কয়েক হাজার লোক অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে। এই স্বাধীনতার জন্যই কি ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা খান, উধম সিং-এর মতো বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়েছিলেন? এই স্বাধীনতার জন্যই কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে লড়াই করেছিলেন এবং সারা জীবন এ জন্য দিয়ে গেলেন?

তা হলে দেশের এই পরিণতি হল কেন? কাদের জন্য এই স্বাধীনতা? এই স্বাধীনতা ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, শোষণের স্বাধীনতা। ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিষয়টিই দেশের সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে বলেছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল দুটি ধারা। একটা গান্ধীজির নেতৃত্বে আবেদন-নিবেদন, আপসমুখী ধারা। তার পক্ষে ছিল ভারতের পুঁজিপতিরা। আর একটা ধারা— সংগ্রাম, লড়াই, সশস্ত্র বিপ্লবের আপসহীন ধারা। তার পক্ষে ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষ। তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রথম যখন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, সেই হরিপুরা কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন, আমাদের এই স্বাধীনতার লড়াইতে শ্রমিক-কৃষককে যুক্ত করতে হবে। আমাদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, জমিদার-পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের লড়াইয়ে সহযোগী হচ্ছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাঁর এই বক্তব্যে আতঙ্কিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, আতঙ্কিত হয়েছিল ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি। ফলে পরের বার সভাপতি নির্বাচনে গান্ধীবাদীরা, যাদের পক্ষে ছিল পুঁজিপতিরা, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করালেন পট্টভি সীতারামাইয়াকে। সুভাষচন্দ্র বামপন্থী ও বিপ্লবীদের সমর্থনে তাঁকে পরাস্ত করে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সভাপতি হিসাবে গান্ধীবাদীরা তাঁকে কাজ করতে দেয়নি, পদে পদে বাধা দিয়েছে। ১৯৩৯ সালে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অধিবেশনে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে। চর্তুদিকে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কলকাতা লোকে লোকারণ্য, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী গান্ধীবাদী নেতারা সভা থেকে বেরোতে পারছিলেন না। সুভাষচন্দ্র জনতাকে নিরস্ত করে তাঁদের নিরাপদে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে দিন সুভাষচন্দ্রের পরিবর্তে যিনি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন, সেই রাজেন্দ্র প্রসাদকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সৌজন্যবোধ, তেজ ও সাহস দেখে রবীন্দ্রনাথ সে দিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'দেশনায়ক' আখ্যা দিয়েছিলেন। এ সব ইতিহাস। সম্প্রতি বিজেপির এক নেতা সুভাষচন্দ্রের নাম না করে পরোক্ষ ইঙ্গিতে মন্তব্য করেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মিটিংয়ে সুভাষচন্দ্রের দলবল নাকি ঢিল ছুঁড়েছিল। যে সৌজন্যবোধের পরিচয় সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদীদের প্রতি দেখিয়েছিলেন, তিনি তাঁর অনুগামীদের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মিটিংয়ে ঢিল ছুঁড়তে দেবেন— এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও মিথ্যাচার।

কিন্তু এ সব কথা বিজেপি নেতাদের বলতে হচ্ছে কেন? কারণ, সুভাষচন্দ্রই সে দিন হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতের মানুষকে সজাগ করেছিলেন। তাঁর হিন্দু মহাসভার বিরোধিতা ছিল নীতিগত। তিনি বলেছিলেন, কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি হিন্দু মহাসভা গঠন করে রাজনীতি ও হিন্দু ধর্মকে কলুষিত করছে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, যারা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বাধায়, ব্রিটিশের সঙ্গে তাদেরও দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করতে হবে। হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে তাঁর এই উক্তি সে দিন ভারতের জনগণ গ্রহণ করেছিল। হিন্দু মহাসভাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আজও বিজেপি তা ভুলতে পারেনি। তাই সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে তারা মিথ্যা প্রচার করছে। এই অপপ্রচার, এই কুৎসা কি বাংলার, ভারতের জনগণ মেনে নেবে? আপনারা জানেন, এই আরএসএস-বিজেপি আগাগোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। বলেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশপ্রেমিক নন। তাঁরা দেশের শত্রু। হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকর ১৯৩৭ সালে দেশভাগের প্রস্তাব দেন হিন্দু আর মুসলিম আলাদা জাতি— এই ধুয়া তুলে। ১৯৪০ সালে এই প্রস্তাব লুফে নেয় মুসলিম লিগ। যার পরিণতিতে দেশ বিভক্ত হয়।

বন্ধুগণ, এই যে গান্ধীবাদীরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে সে দিন সরিয়ে দিতে পারল, তা তারা পারল কী করে? পারল, কারণ ভারতের জনগণের মানসিকতা ছিল, নেতারা যা-ই ঠিক করবে, আমরা সাধারণ মানুষ তা মেনে নেব, কারণ আমরা এতশত রাজনীতি বুঝি না। গান্ধীজি সন্ন্যাসীর মতো মানুষ, তিনি কি ভুল করতে পারেন! কিন্তু তাঁর পিছনে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ কাজ করছে, তা দেশের মানুষ বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি বলেই সে দিন গান্ধীবাদীদের প্রত্যাখ্যান করে তারা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়ায়নি। এই কথা এ দেশের অনেকেই জানে না যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেওয়াতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সাসপেন্ড করেছিল। যাকে নেতাজি বলেছিলেন, কংগ্রেসের থেকে আমাকে কার্যত বহিষ্কার করা হল। এরপর শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি দেশের বামপন্থীদের একত্রিত করে সংগ্রাম করতে চাইলেন। দুঃখের বিষয়, অবিভক্ত সিপিআই, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। নিরুপায় হয়ে সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করলেন। বিদেশে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে লড়াই চালালেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। সে দিন যদি এ দেশের মানুষ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত, গান্ধীবাদী ও সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির পার্থক্য ধরতে পারত, তা হলে কি আজ দেশের এই পরিণতি হত!

ভোটে সরকার বদলের দ্বারা মানুষের মূল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়

আপনারা ভেবে দেখুন, আমাদের দেশে আজও সাধারণ মানুষ বার বার ভুল করছে। মানুষ ভোট দিয়ে বারবার সরকার পাল্টায়। রাজ্যে এক সময়ে কংগ্রেস '৪৭ সালের পর থেকে '৬৬ সাল পর্যন্ত সরকারে ছিল। তাদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ ভাবল— কংগ্রেসকে পরিবর্তন করতে হবে। কয়েক বছরের জন্য এল যুক্তফ্রন্ট সরকার। তারপর দিল্লিতে এল জনতা পার্টি। সেই জনতা পার্টির মধ্যে জনসংঘ, আরএসএস ছিল। তাদের সমর্থন নিয়ে পরিবর্তনের কথা বলে '৭৭ সালে সিপিএম রাজ্যে ক্ষমতায় এল। ৩৪ বছর শাসন করল। সিপিএম শাসনে মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম তখন 'অগ্নিকন্যা' আখ্যা দিয়ে নেত্রী হিসাবে

পাঁচের পাতায় দেখুন

সাধারণ মানুষকে রাজনীতি বুঝতে হবে

চারের পাতার পর

মমতা ব্যানার্জীকে সামনে নিয়ে এল। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তৈরি করল। আবার একদল তৃণমূল শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে, আর এক দল হিন্দু ধর্মের নামে ভোটের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বিজেপিকে নিয়ে এল। এই যে পরিবর্তন বার বার হচ্ছে, এতে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি? বেকার সমস্যা কমছে, নাকি দিনের পর দিন বাড়ছে? জিনিসপত্রের দাম, ছাঁটাই, নারীধর্ষণ, দুর্নীতি কমছে, না দিনের পর দিন বাড়ছে?

সমাবেশের একাংশ

সাধারণ মানুষকে রাজনীতি বুঝতে হবে

এই কথাই বলেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ আজ থেকে ৫২ বছর আগে। আন্দোলনগুলোর ফল কী দাঁড়ায় দেখাতে গিয়ে বলেছেন, ‘আন্দোলনের যখন একটা ঢেউ আসে, আন্দোলনের যখন একটা গরম হাওয়া চলতে থাকে তখন আন্দোলনের রাস্তা বা নেতৃত্ব ঠিক কি না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ ভাবে না। তাদের ভাবানোর কোনও চেষ্টাই হয় না। এ দেশের মানুষ অতীতে লড়েছে, ভবিষ্যতেও লড়বে। বলেছেন, বুঝতে হবে, এই সমাজব্যবস্থা কী ধরনের। একে কী ভাবে পরিবর্তন করা যায়। বুঝতে হবে, এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সামনে বাধা কী, মূল শত্রু কে। জানতে হবে রাষ্ট্রের চরিত্র কী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী, কাকে হঠাতে হবে, গণআন্দোলনগুলিকে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তার বিপ্লবী রাজনীতি কী হবে, আন্দোলনের কলাকৌশল, তার নিয়মকানুন, তার কৌশলগত পথ কী হবে— এই জিনিসগুলো যদি আমাদের উপলব্ধিতে না আসে তা হলে আমরা বার বার লড়ব, বার বার অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ের ময়দানে আসব, আত্মদান করব, কিন্তু এই লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে অতীতে বহু বার যা ঘটেছে, এখনও তাই ঘটবে। জনগণের অশেষ আত্মত্যাগের বিনিময়ে সরকারবিরোধী যে চেতনা জন্ম নেবে, তাকে ইলেকশন রাজনীতি দিয়ে পার্লামেন্টারি পার্টিগুলি, যারা ভোটের মাধ্যমে গদি দখল করতে চায়, তারা তার ফয়দা ওঠাবে’।

দিল্লিতে এই যে আন্দোলন হয়ে গেল— অনেক আত্মত্যাগ, লড়াই হল, কিন্তু এর পরিণতি কী হবে? আবারও হয়তো বিজেপি মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ইলেকশন কমিশনকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকবে। ইলেকশন কমিশন এখন তো বিজেপিরই অফিস। ইলেকশন কমিশনের সদস্যদের কারা ঠিক করে— প্রধানমন্ত্রী, আর একজন মন্ত্রী আর বিরোধী দলের নেতা। অর্থাৎ তিন জনের মধ্যে দু’জনই বিজেপির লোক। ফলে এই ইলেকশন কমিশন বিজেপির হুকুমে চলে। যেমন সিবিআই-ইডি আগে কংগ্রেসের হুকুমে চলত, এখন বিজেপির হুকুমে চলে। গোটা ব্যবস্থাটাই এ ভাবে চলছে। ফলে ভোট যা হওয়ার হবে। তা ছাড়া এসআইআর আছে। তাতে বহু মানুষকে ভোট থেকে বঞ্চিত করা হবে। এ ছাড়াও ব্যালট বাক্সের কারসাজি হবে, গণনার কারসাজি হবে। তা সত্ত্বেও যদি ধরি আন্দোলনকে ব্যবহার করে কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা জিতল— তাতেও কী হবে? কংগ্রেস তো এর আগে দীর্ঘদিন ছিল ক্ষমতায়! ২০১৪ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের তীব্র ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি এসেছে। তাতে মানুষের জীবনে সংকটের কী পরিবর্তন হয়েছে?

পুঁজিবাদী শাসনে মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলেছে

পশ্চিমবাংলাতেও কী পরিবর্তন হয়েছে? বিজেপি সোনার বাংলা করবে বলেছিল। সেই ‘সোনার বাংলা’র শুরুতেই বিজেপি কয়েক লক্ষ হকারকে এবং আরও কয়েক লক্ষ বস্তিবাসীকে বুলডোজার চালিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই গুঁড়িয়ে দিয়ে পথের ভিখারি করে দিয়ে গেল। লোকে কি শখ করে হকারি করে? চাকরি নেই, বিপুল কর্মহীনতা। মাইগ্র্যান্ট লেবার— আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগে এই শব্দটা কেউ জানত না। আজ হাজারে হাজারে লাখে লাখে মাইগ্র্যান্ট লেবাররা গ্রাম থেকে শহরে, বিভিন্ন রাজ্যে, রাজ্যের বাইরেও, যেখানে কাজ মেলে সেখানে চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে। পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই যে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে, জানা গেল এই যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করিয়েছে ভারতের শ্রমিকদের। তারা রাশিয়ায় গিয়েছিল কাজের খোঁজে। যুদ্ধে তাদের ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে কাজে লাগানো হল। বেশ কয়েক জন মারা গেল। সৌদি আরবে যান, দুবাই, কাতার, জর্ডন, আরব আমিরশাহিতে যান— ওখানে তেলের খনির মালিকদের অধীনে কাজ করে এ দেশের পুরুষ ও নারী শ্রমিকরা। আমেরিকা থেকে কিছু দিন আগে হাতকড়া বেঁধে এ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় শ্রমিকদের। অর্থাৎ ভারত থেকেও কাজের খোঁজে অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করছে মানুষ। বিজেপি শোরগোল তোলে বাংলাদেশিরা অনুপ্রবেশ করছে বলে। অনুপ্রবেশ করছে না এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু তারা কি সব জেহাদি? তারা পেটের দায়েই আসে। কয়েক দিন আগে জানা গেল, মরক্কো থেকে ৬০ হাজার গরিব মানুষ সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে স্পেনে ঢুকছে। তাদের আটকানো হচ্ছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। তা করতে গিয়ে কয়েকশো লোক মারা গেল। সমস্তটাই ঘটছে পেটের জ্বালায়। এই তো ভারতের অবস্থা! মাইগ্র্যান্ট লেবার, গিগ লেবারে দেশ ভরে আছে। সরকারি দপ্তর, ব্যাঙ্ক, রেল, বেসরকারি কোম্পানি কোথাওই স্থায়ী শ্রমিক প্রায় নেই। খুব অল্প সংখ্যক স্থায়ী শ্রমিক আছে। বাকিরা সব কন্ট্র্যাক্টরের অধীনে কাজ করে। কন্ট্র্যাক্ট লেবাররাই লাখে লাখে কাজ করে। এদের কাজের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই, নির্দিষ্ট মজুরি নেই।

এই অবস্থায় গ্রাম থেকে মেয়েরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে লাখে লাখে। সরকারি হিসাবেই চার লক্ষ নারী ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেছে গত পাঁচ বছরে। আসল সংখ্যা আরও অনেক বেশি। একদল লোক গ্রামের মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা করে। বিয়ের নাম করে বা কাজ দেবে বলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, কয়েক দিন বাদে বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়। কাজ দেওয়ার নাম করে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় মেয়েদের। নারী পাচার দেশে একটা বিরাট ব্যবসা। কারা এই ব্যবসা করে? এই সরকার, তার মন্ত্রীরা তা জানে না? পুলিশ জানে না? কোথাও কেউ বাধা দিচ্ছে! এই হচ্ছে এ দেশের স্বাধীনতা!

রাজনীতির বাইরে কেউ নেই

আজ দেশের এই চেহারা দেখলে ক্ষুদিরাম কী বলতেন? সূর্য সেন, প্রীতিলতা, উধম সিং, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খানরা কী বলতেন? এই স্বাধীনতার জন্য কি এঁরা লড়াই করেছেন? কেন এই পরিণতি হল? এর কারণ হল, সাধারণ মানুষ, দেশের জনগণ রাজনীতি বুঝতে চায় না। তারা মনে করে, আমরা ও সব বুঝি না। আমরা দিন আনি দিন খাই। অথচ রাজনীতিই তাদের জীবন চালায়, এ কথা তারা জানে না। রান্নাঘরে তেলের দাম, নুনের দাম কী হবে রাজনীতি ঠিক করে। একটা হাঁড়ি কিনতে হলেও তার দাম রাজনীতি ঠিক করে। রাজনীতি ঠিক করে স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ থাকবে কি না। রাজনীতি ঠিক করে চাকরি মিলবে কি না। রাজনীতিই জীবনকে চালায়। আবার রাজনীতিই ঠিক করে কে সরকার গড়বে, কাকে আপনারা ভোট দেবেন। রাজনীতির বাইরে কে আছে? অথচ মানুষ রাজনীতি বুঝতে চায় না। জনগণকে বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে, এই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত— শোষক-শোষিত, ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত। সমাজে দুটি শ্রেণি আছে। রাজনীতিও শ্রেণিবিভক্ত। ভারতবর্ষকে চালায় শোষক শ্রেণির রাজনীতি— পুঁজিপতি শ্রেণি, অত্যাচারী শ্রেণির রাজনীতি। আর সরকারগুলো হচ্ছে তাদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। জমিদাররা যেমন জমিদারির নায়েব রাখত, তেমনই সরকারগুলো, তার মন্ত্রীরা হচ্ছে পুঁজিপতিদের মাইনে করা পলিটিক্যাল ম্যানেজার।

কংগ্রেস, বিজেপি, সমাজবাদী পার্টি প্রভৃতি সংসদীয় পার্টিগুলি যারা ভোটে জেতে, তারা প্রতিটিই পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার। পুঁজিমালিকরাই ওদের টাকা দেয় ভোটে, পুঁজিপতিরাই সংবাদপত্র-টিভি চ্যানেল চালায়, একেক বার ওদের পছন্দমতো দলের পক্ষে প্রচারের হাওয়া তোলে। বলে, এ বার একে নয় তাকে ভোট দাও, এ বার ওকে সরিয়ে তাকে আনো। প্রচারের হাওয়া মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাদের ফাঁদে পা দিয়ে মানুষ বারবার ঠকেছেন। তাঁরা আবারও ঠকবেন, যদি রাজনীতি না বুঝতে চান। জনগণকে বুঝতে হবে, শোষিত জনগণের হয়ে, অত্যাচারিত মানুষের হয়ে কারা লড়ছে, আর কারা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। পুঁজিবাদের স্বার্থেই এই সংবিধান, আইনকানুন, বিচারবিভাগ চলে, পুলিশ-মিলিটারি চলে। বুঝতে হবে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কারা কাজ করে, আর কোন দল বলে— ভোট দিয়ে হবে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। বলে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের জন্য, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য বিপ্লব চাই। মানুষকে এইসব রাজনীতি বুঝতে হবে। কোন দল শোষিত, অত্যাচারিত জনগণের জন্য লড়ছে তা বুঝতে হবে। মাঠে কাজ করতে করতে বুঝতে হবে, ঘরে-অফিসে-কারখানায় কাজ করতে করতে বুঝতে হবে। তা না হলে বার বার ঠকতে হবে। সোনার বাংলার স্লোগান দিয়ে এক একটা দল সরকারে আসবে, আর মানুষ বার বার সেই ‘সোনার বাংলা’র বীভৎস চেহারা দেখবেন। তারপর পাঁচ-দশ বছর বাদে আবার ‘পরিবর্তন চাই’— এ কথা বলে আর এক দল আসবে। যেমন সিপিএম এখন তার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভোটসর্বস্বতা নয়, আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই সংগ্রামী বামপন্থা

আপনারা জানেন, ২০১৯ সালে সিপিএম বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে ‘আগে রাম পরে বাম’ জিগির তুলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। সে বার সিপিএম ভোট না দিলে বিজেপি এই জায়গায় আসতে পারত না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিলে দেখবেন, কয়েকটা সিট বাদ দিয়ে এ বারও তারা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোটসর্বস্বতা নয়, আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই সংগ্রামী বামপন্থা

পাঁচের পাতার পর

বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। কর্মীদের বুঝিয়েছে, এখন তৃণমূল যাক, বিজেপি আসুক। তার পরেই আমাদের চান্স। সিপিএম সরকার করতে পারে, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর চাই। সিপিএম তো ৩৪ বছর শাসন করেছে। এত দীর্ঘ শাসন কংগ্রেসও করেনি, তৃণমূলও করেনি। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে গেল কেন? আপনারা জিতলেই যদি বামপন্থা শক্তিশালী হয়, তা হলে পশ্চিমবাংলায় আজ মানুষ দক্ষিণপন্থী বিজেপির দিকে ঝুঁকল কেন? চৌত্রিশ বছরে তো বামপন্থা অনেক শক্তিশালী হওয়ার কথা! বরং উল্টো হয়ে গেল!

বামপন্থার রূপ কী? এ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থার কথা ভগৎ সিং-নেতাজি সুভাষচন্দ্ররা তুলেছিলেন। সেই সময়ে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কিছু দল বা শক্তিও ছিল। মার্ক্সবাদী বা কমিউনিস্ট নাম নিয়ে যে দলগুলি ছিল, তারা যথার্থ মার্ক্সবাদী দল হিসাবে গড়ে উঠতে না পারার কারণেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তুলতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সিপিএম, সিপিআই এক সময় গণআন্দোলনের রাস্তায় ছিল। ১৯৫২ সালে, '৫৪, '৫৬, '৫৯, '৬৬ সালে লড়েছে। এখনও সিপিএম অফিসে একজন প্রবীণ নেতা আছেন — বিমান বসু। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, সে দিন লাঠি-গুলির সামনে তিনিও ছিলেন, আমিও ছিলাম, একত্রে আমরা লড়াই করেছিলাম। সে ছিল সংগ্রামী বামপন্থা। কিন্তু '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের চেহারা পাল্টে গেল। আমাদের দল বলেছিল, আমরা বামপন্থীরা সরকার গড়লে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন করলে লাঠি-গুলি চালাব না। এখানেই আমাদের সাথে তাদের মতপার্থক্য হয়ে গেল। আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, '৭৭ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে জ্যোতি বসু রেডিও ভাষণে বলেছিলেন— 'এ বার সিপিএম ক্ষমতায় গেলে পশ্চিমবঙ্গে আর আন্দোলন-অশান্তি হবে না। যুক্তফ্রন্টের সময় এ সব হয়েছিল কারণ সেখানে এসইউসিআই ছিল, এখন এসইউসিআই আমাদের সাথে নেই'। এই কথা বলে জ্যোতি বসু কাকে আশ্বস্ত করেছিলেন? পশ্চিমবাংলার জনগণকে কি? না। তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন পুঁজিপতিদের। তাঁদের ৩৪ বছরের শাসনে সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তা বিসর্জন দিয়ে পুঁজিবাদকেই সেবা করেছেন তাঁরা। তখন মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধেলড়াই করতে হয়েছে। তাঁরা প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি, পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে বরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। উনিশ বছর আন্দোলন করার পর প্রাথমিকে ইংরেজি আবার চালুর দাবি মানতে বাধ্য হয় সিপিএম। সিপিএম সরকারের পুলিশ নদিয়ার শান্তিপুরে আন্দোলনকারী কৃষকদের গুলি করে মেরেছিল, টিটাগড়ে চটকল শ্রমিককে গুলি করে মেরেছিল। তারা খিদিরপুরের ডকে আন্দোলনকারী শ্রমিককে গুলি করে মেরেছে, সিঙ্গুরে মেরেছে। বিদেশি সালিম কোম্পানিকে জমি দেবে বলে নন্দীগ্রামে জমি দখল করতে গিয়েছিল। সেখানে লড়াইয়ের সময় দু'বার গুলি চালিয়েছে। তারা নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অ্যান্টি-সোশ্যালদের জড়ো করে তাদের দিয়ে মহিলাদের ধর্ষণ করিয়েছে, যে অ্যান্টি-সোশ্যালরা পরবর্তীকালে তৃণমূলের শক্তি হল। এখন হয়ত তারা দলে দলে বিজেপির ভক্ত হবে। এর পরে আমরা বলেছিলাম— 'দিস গভর্নমেন্ট মাস্ট গো।' কারণ, এর পরেও ক্ষমতায় থাকলে তারা আরও অত্যাচার করবে। এর আগে বিধানসভায় আমরা কখনও সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করিনি। কিন্তু তৃণমূলকে সে বারের ভোটে আমরা সমর্থন করেছিলাম। মূলত তিনটি কারণ আমরা প্রকাশ্যে পাবলিককে জানিয়ে সমর্থন করেছিলাম। প্রথমত, আগেই বলেছি কী কারণে সিপিএম সরকারের পরাজয় চেয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমরা জানতাম, আমরা সমর্থন করি বা না-করি, সে বার তৃণমূল কংগ্রেস জিতবেই এবং মার্ক্সবাদ ও বামপন্থার বিরুদ্ধে প্রচার চালাবে। আমরা শর্ত দিয়েছিলাম— সিপিএমের বিরুদ্ধে বলতে পারো, কিন্তু মার্ক্সবাদ ও বামপন্থাকে আক্রমণ করা যাবে না। এটা তারা মেনে নিয়েছিল। তৃতীয়ত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন আমাদের দলই শুরু করেছিল। সিঙ্গুরে যখন আমাদের উদ্যোগে জমিরক্ষার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে চাষিরা লড়ছিল, তখন তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় অনশনের মহড়া দিয়ে সেই আন্দোলনকে ব্যাহত করলেন যেন অনশনের দ্বারাই সব হয়ে যাবে। আর সেই সুযোগে সিপিএম সরকার জমি দখল করে নিল। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূল নেত্রীর কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই ছিল না, তৃণমূলের যে নেতার কিছু ভূমিকা ছিল, তাঁর নাম আজ বললে আপনারা চমকে উঠবেন। তুচ্ছ রাজনৈতিক স্বার্থ মানুষের কত পরিবর্তন ঘটায়! আমরা জনগণকে নিয়ে আন্দোলন করেছি, আর সংবাদপত্র প্রচার করেছে যেন তৃণমূলই সব করেছে। মিডিয়ায় আমাদের নামগন্ধও ছিল না। ফলে ভোটে যাতে তৃণমূল একতরফা সিঙ্গুর আন্দোলনের ক্রেডিট না নিতে পারে, আমরাও যে ছিলাম, এটা যাতে জনগণ জানতে পারে— এই তিনটি লক্ষ্য নিয়েই সেদিন তৃণমূলকে সমর্থন করেছিলাম। আবার একই সাথে এ কথাও বলেছিলাম, যে মুহূর্তে তৃণমূল সরকার গড়বে, জনগণের দাবিতে আমরা আন্দোলনের রাস্তায় নামব। নেমেছিও, জনগণ জানেন। তৃণমূল শাসনে আমাদের কর্মীরা মার খেয়েছে, খুনও হয়েছে। সিপিএমের যাঁরা প্রচার করেন, আমাদের দলই তৃণমূলকে জিতিয়েছে, তাঁরা জেনেশুনে অসত্য বলেন। আমাদের দল কত ভোট কন্ট্রোল করে যে আমরা একটা দলকে জেতাতে-হারাতে পারি! তৃণমূল এমনিই জিতত, আমরা উপরোক্ত তিনটি কারণে সমর্থন করেছি, মন্ত্রিত্ব-এমএলএ-এমপি-র লোভে নয়।

প্রবল বর্ষণের মধ্যেই সাধারণ সম্পাদকের ভাষণে মনোযোগী শ্রোতারা

২০০২ সালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম অফিসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভোটে ঐক্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাদের নেতারা। বিমান বসু সেখানে ছিলেন। আমরা রাজি হলে বেশ কিছু এমএলএ হত, হয়তো মন্ত্রিত্ব পেতাম। আমরা বলেছিলাম— না। আপনারা সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তা থেকে সরে গেছেন, সংগ্রামী বামপন্থী রাস্তায় আসুন, তারপর ঐক্য হবে। বাস্তবে কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি শাসনের মতোই তাদের শাসনও জনস্বার্থবিরোধী হিসাবে জনমনে গেঁথে আছে।

জনগণের দেওয়া অর্থেই আমাদের দল চলে

আমরা লড়াই করি, আন্দোলন করি। আমরা ভোটের জন্য পুঁজিপতিদের কাছে টাকা ভিক্ষা করি না। এই সব দল মালিকদের টাকায় চলে। এখানে অনেক কর্মী আছেন, সমর্থকরা আছেন, সাধারণ মানুষও আছেন। এই মিটিংয়ের জন্য প্যান্ডেল, মাইক সহ যা কিছু আয়োজন দেখছেন, তার জন্য আমাদের কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায়, স্টেশনে স্টেশনে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। আমরা বাড়ি বাড়ি যাই, রাস্তায় দাঁড়াই, পাবলিকের চাঁদায় চলি। আমরা কখনও মালিকের কাছে, ব্যবসায়ীদের কাছে মাথা নিচু করিনি। এই দল গরিবের, সর্বহারা শ্রেণির, শোষিত জনগণের। তাদের সাহায্য নিয়েই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আজও আমি সিপিএম নেতাদের বলব, আপনারা সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় আসুন। আপনাদের প্রতি আমাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। আপনারা লড়াই-আন্দোলনে আসুন। ভোটের জন্য অমুক দলের একজন পীরকে হঠাৎ সেকুলার বানাবেন না। একজন পীর, অথচ মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য তাকে সেকুলার বানিয়ে দিলেন! বহু দাঙ্গার হোতা কংগ্রেসকে সেকুলার বানিয়ে দিলেন! সেকুলার কথার তো একটা অর্থ আছে। সেকুলার কথার অর্থ হচ্ছে— ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতিতে, সরকার-প্রশাসনের মধ্যে, শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম থাকবে না। ধর্ম থাকবে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে। কেউ ধর্মে বিশ্বাস করবে, কেউ করবে না। সিপিএমের কর্মীদের কাছে অনুরোধ, এই ভোটসর্বস্ব রাজনীতি বাদ দিয়ে আন্দোলনের রাজনীতিতে আসুন, সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা বহন করুন। আমরা আবার একসাথে লড়ব। আপনাদের চৌত্রিশ বছরের শাসনে আমাদের দুশো নেতা-কর্মী শহিদ হয়েছেন। এখানেও একটা শহিদ বেদি আছে। সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত কমরেড মাধাই হালদারের শহিদ বেদি। তা সত্ত্বেও আমরা কোনও বিদ্বেষ নিয়ে চলি না। সিপিএমের কর্মীরা, সমর্থকরা যদি আন্দোলনে যুক্ত হন, আন্দোলনের শক্তি বাড়বে।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, বিজেপি দুই-ই ধ্বংস করছে

বন্ধুগণ, আজ ভারতবর্ষে এবং এই রাজ্যে পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দল বিজেপি ক্ষমতায়। সামন্তী চিন্তায় আচ্ছন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রথম মশাল যিনি জ্বালিয়েছিলেন, সেই রাজা রামমোহন রায়কে যদি আপনারা শ্রদ্ধা করেন, আপনাদের মনে রাখতে হবে, তিনি বলেছিলেন— সংস্কৃত শিক্ষা দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। দু'হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃত শিক্ষা ভারতবর্ষের ক্ষতি করেছে। বলেছেন, বেদান্ত বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করে। বেদান্ত পড়লে আধুনিক নাগরিক তৈরি হবে না। বলেছেন, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ন্যাচারাল সায়েন্স, ন্যাচারাল ফিলোজফি পড়তে হবে। রামমোহনের পর এলেন বিদ্যাসাগর। যে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, অজেয় পৌরুষ আর অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। সেই বিদ্যাসাগর বলেছেন, সাংখ্য এবং বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। ইউরোপের এমন দর্শন পড়ানো উচিত, যা পড়লে ভারতবর্ষের ছাত্ররা সাংখ্য-বেদান্তের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে। এই বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, পুজো করতেন না, কোনও দিন মন্দিরে যাননি। স্বয়ং রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির না বলে বলেছিলেন, রাসমণির বাগানে চলুন। বিদ্যাসাগর যাননি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের এই যে নবজাগরণের চিন্তা, জ্যোতিরাও ফুলের যে চিন্তা, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ-নজরুলের যে চিন্তা, আরএসএস-বিজেপি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। আরএসএস-বিজেপি এ দেশে সনাতন ধর্মের নামে প্রাচীন বেদ বেদান্ত, মনুসংহিতাকে সামনে আনছে। এ কি আপনারা মেনে নেবেন? এ দেশের মানুষ মানবে? এরা পাঠ্যপুস্তকে নানা আজগুবি জিনিস আনছে। দশ হাজার বছর আগে নাকি টেলিভিশন, ইন্টারনেট ছিল! দশ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের ঋষিরা সব এরোপ্লেনে চড়ে অন্য গ্রহে চলে যেতেন! এ সব জিনিস বিজেপি পাঠ্যপুস্তকে আনছে। গণেশের মাথা নাকি প্লাস্টিক সার্জারি করে বসানো হয়েছে, প্রাচীন ভারতে নাকি স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা হত, গান্ধারীর একশো সন্তান হয়েছে টেস্ট

সাতের পাতায় দেখুন

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি— বিজেপি দুই-ই ধ্বংস করছে

তিনের পাতার পর

টিউব বেবি প্রক্রিয়ায়—এই সব হাস্যকর প্রচার চলছে। বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে আজ কী বলতেন? বলতেন, এর থেকে পড়াশুনা বন্ধ করে দেওয়া ভাল। ওরা বলছে, ডারউইন পড়ানো চলবে না। মুসলিম শাসকদের যুগ ইতিহাস থেকে বাদ দিয়েছে। কয়েকশো বছর এদের শাসন তো ছিল, ছাত্ররা তা জানবে না! যে দিল্লির লালকেল্লা থেকে নেতারা ভাষণ দিচ্ছেন, যে তাজমহল, কুতুবমিনার ইত্যাদি বিস্ময়সৃষ্টি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে— এগুলি কারা সৃষ্টি করেছে? তপোবনের মুনি-ঋষিরা? সনাতন ধর্মের ধ্বজাধারীরা? ওঁরা হিন্দু ধর্মের কথা বলছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখবেন, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দরা যে হিন্দু ধর্ম প্রচার করেছেন, আরএসএস-বিজেপি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিজেপি-আরএসএসের হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। কোনটা মানবেন?

এখন অত্যন্ত মারাত্মক দুটো আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। একটা শিক্ষার ওপর। ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত কোনও পরীক্ষা নেই, সেমিস্টার আছে। শিক্ষকের গুরুত্ব কমিয়ে আনা হচ্ছে, শিক্ষকদের নাম দেওয়া হয়েছে ফেসিলিটেটর। পড়ানো হবে মূলত অনলাইনে। আমাদের দেশে এবং সব দেশেই শিশুরা প্রথম শিক্ষা পায় মা-বাবার কাছে এবং তারপর শিক্ষকের কাছে। এ ক্ষেত্রে মুখোমুখি শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক-ছাত্রের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সে সব থাকবে না, শিক্ষা হবে অনলাইনে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এই সব বিষয় নিয়ে যে গভীরে পড়ানো হত, তার গুরুত্ব কমিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, স্পেশালাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে। এই স্পেশালাইজেশন সম্পর্কে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন— এর দ্বারা মানুষকে কারখানার যন্ত্রে, রোবটে পরিণত করা হবে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত হবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা জিনিস পড়া, সাহিত্য, গল্প-উপন্যাস পড়ার মাধ্যমে চিন্তাশক্তির যে বিকাশ ঘটে, ন্যায়-অন্যায় বোধ গড়ে ওঠে, কোনটা ঠিক যুক্তি, কোনটা ভুল যুক্তি— এ সবের যে ধারণা গড়ে ওঠে, সে সব সুযোগ আর থাকবে না। শিক্ষাকে এরা এই দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। মূর্খ হয়ে থাকো, তা হলে সরকারকে, পুঁজিপতি শ্রেণিকে প্রশ্ন করবে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধতা করবে না, অন্ধ হয়ে থাকবে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা বলেছিলাম মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে, যেমন জলের দ্বারাই জলাধার পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া ওঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ... গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।' মনীষীদের এই সব হুঁশিয়ারি তারা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিচ্ছে। গোটা দেশ জুড়ে একটা মূর্খের জগৎ তৈরি করতে চাইছে— যারা প্রশ্ন করবে না, জানতে চাইবে না, বিচার করবে না, যাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকবে না।

আর একটা মারাত্মক আক্রমণ হল, চরিত্র ধ্বংস করা, বিবেক নষ্ট করে দেওয়া। মদ খাও, ড্রাগ-হেরোইনের নেশা করো, নারীদেহ নিয়ে নোংরা আলোচনায়, অশ্লীল সিনেমায় মত্ত থাকো— এই মানসিকতা গড়ে তুলছে পুঁজিবাদ ও বিভিন্ন শাসক দল। ক'দিন আগে ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৬তম প্রয়াণদিবস গেল। কে জানে তার খবর? এত বড় একজন মানুষ ছিলেন, সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে কোনও লেখা আছে? কোথাও এ নিয়ে চর্চা আছে? ক'দিন বাদে আসবে ১১ আগস্ট— ক্ষুদিরামের আত্মাহুতির দিন। ক'জন খবর রাখে এই কিশোরের আত্মদানের? সংবাদপত্রের পাতায় পাবেন ক্রিকেটারদের কাহিনি, ফিল্মস্টারদের কাহিনি— কে কাকে বিয়ে করছে, কার সাথে কার বিচ্ছেদ হচ্ছে, কার কোথায় কতগুলো বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি। এদের সামনে রেখে দেশে কোন চরিত্র গড়ে উঠবে? যে দেশের যুবকরা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ফুলেকে জানে না, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলকে জানে না, সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিং-ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-প্রীতিলতা-চন্দ্রশেখর আজাদ-আসফাকউল্লা খানকে জানে না, সেই দেশে কী করে চরিত্র গড়ে উঠবে? এ সব নিয়ে কোথাও কোনও চর্চা আছে?

আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় মনীষীদের নিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে চর্চা করি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন— আগে এঁদের থেকে শেখো, এইসব চরিত্রের গুণাবলি অর্জন করো। এর পরের ধাপ কমিউনিস্ট চরিত্র। আজ এখানে যাঁরা সাধারণ মানুষ আছেন, আপনারা অনেকেই বলেন, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের কর্মীরা, ছেলেমেয়েরা ভদ্র, নম্র, সৎ। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে আমাদের দলের ছেলেমেয়েরা কোথা থেকে এই চরিত্র পায়? এটা মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শিক্ষা। বড় বড় কথা নয়, বড় চরিত্র গড়ে তোলার সাধনা করো— এই প্রচেষ্টা, এই সংগ্রাম এই দলের মধ্যে আমরা করি।

ফলে এই দুটি আক্রমণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই যে দেশে এত নারীধর্ষণ হচ্ছে, দু'বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করছে, সত্তর-আশি বছরের ঠাকুমা-দিদিমার বয়সী মহিলাকে ধর্ষণ করছে, জন্মদাতা পিতা কন্যাকে ধর্ষণ করছে, শিক্ষক ছাত্রীকে ধর্ষণ করছে— এগুলো তো আপনারা সংবাদপত্রে দেখেন, পড়েন। এ রকম একটা দেশের কথা অতীতের মনীষীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভাবতে পেরেছিলেন? এগুলো কেন হচ্ছে? কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর তার রক্ষাকারী দলগুলো মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে। অসংখ্য মদের দোকান, নেশাভাঙের ব্যবস্থা। সিপিএম যখন সরকারে ছিল, বলেছিল মদের দোকান চাই, কারণ সেখান থেকে ট্যাক্স আসবে। তৃণমূলও একই যুক্তি করেছিল। বিজেপিও একই রাস্তায় চলেছে। ভারতবর্ষের সব রাজ্যে এই জিনিস চলছে। যত ধর্ষণ-হত্যা হয়, দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। মদ ও মাদকের নেশা এই ভাবে অমানুষ তৈরি করছে, অথচ সরকারগুলোর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবতে পারেন, ক্লাস ফাইভ-সিক্সের ছেলেমেয়েরা সেক্স নিয়ে আলোচনা করছে, সেক্সে ইনভলভড হচ্ছে! দেশ কোথায় যাচ্ছে!

সাম্রাজ্যবাদ তাদের মুনাফার স্বার্থে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধাচ্ছে

গোটা বিশ্বের দিকে দেখুন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরান আক্রমণ করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট হয়ে ইজরায়েল একটা ছোট্ট দেশ প্যালেস্টাইনকে দখল করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাজার হাজার শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধকে হত্যা করেছে, গর্ভবতী নারীদেরও হত্যা করেছে যাতে প্যালেস্টিনীয়রা জন্ম না নিতে পারে। এই হল সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের নৃশংস অত্যাচার। ট্রাম্প হল আজকের যুগের চেঙ্গিস খান। মধ্যপ্রাচ্যে তার দখল চাই, তাই ইরান আক্রমণ করল। আগে ইরাকের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, ভয়ানক অস্ত্র আছে এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে হত্যা করেছে, ইরাককে ধ্বংস করেছে। এখন ইরানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। ভেনেজুয়েলার তেলের খনিগুলির দখল নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে রাত্রিবেলা মিলিটারি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে গেল। কোনও আইনকানুন, নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ওদেরই তৈরি করা যে জাতিসংঘ (ইউএনও)— তারও কোনও নিয়ম, সনদ কিছুই মানছে না। এই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার চরম শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চেহারা। আজ যদি মহান লেনিন-স্ট্যালিন প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত, মহান মাও সে তুং প্রতিষ্ঠিত চিনের সমাজতন্ত্র থাকত, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থাকত, তা হলে কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই ভাবে ধ্বংসের তাণ্ডব চালাতে পারত?

পুঁজিবাদ পরিবেশ ধ্বংস করছে

পরিবেশের ওপরেও মারাত্মক আক্রমণ চলছে। সমুদ্র যে ভাবে স্থলভাগ গ্রাস করছে, আজ থেকে একশো-দেড়শো বছর পর এই কলকাতা শহরও হয়তো টিকে থাকবে না। কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি— কয়লা, তেল এ সব পুঁজিপতিদের কারখানা চালানোর জন্য পুড়ছে, বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। এর জন্যে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। হিমবাহ গলে যাওয়ায় সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্র স্থলভাগকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। একদিন হয়তো অনেক নদীও থাকবে না। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে নানা নতুন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ অত্যধিক মুনাফার লালসায় কিছুতেই ফসিল ফুয়েল ব্যবহার বন্ধ করবে না। খনি বের করবার জন্য ওরা বনাঞ্চল ধ্বংস করছে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে বনভূমি একটা ফুসফুসের মতো কাজ করে, যেখান থেকে আমরা অক্সিজেন পাই, সেখানেও লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা চলছে।

এই পুঁজিবাদ হচ্ছে বিশ্বমানবতার চরম শত্রু। আমাদের দেশে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। একে উচ্ছেদ করার জন্য বিপ্লব চাই এবং তার জন্য চাই বিপ্লবী দল। এ দেশের মাটিতে সেই দল হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পার্টি।

কমরেডস, এই যে অনাহারে মৃত্যু, ঋণের দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা, এই যে শিশুরা ফুটপাথেই জন্ম নিচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে— এ হচ্ছে সভ্যতার সংকট, এ সংকট সর্বত্র। এই সংকট এখন ঘরের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সেখানেও এই স্নেহ-মায়া-মমতা-হৃদয়বৃত্তির সংকট। হৃদয় থাকলে তো হৃদয়বৃত্তি থাকবে! বিবেক থাকলে তবে তো বিবেকের দংশন থাকবে! এই হৃদয়কে, বিবেককে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পারিবারিক জীবনে বৃদ্ধবাবা-মাকে সন্তান রাস্তায় বের করে দিচ্ছে, নয়তো মেরে-ধরে সম্পত্তি লিখিয়ে নিচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও এ সব চলছে, বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কোথায় সেই স্নেহময় পারিবারিক জীবন! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সম্পর্ক নেই, বিশ্বাস নেই। এই ব্যক্তিবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, মনুষ্যত্বহীনতা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে গ্রাস করছে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যেই বিপ্লবী পার্টি প্রয়োজন।

আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে। মনে রাখবেন, যে কোনও দল হয় শোষক শ্রেণির পক্ষে, না হয় শোষিত শ্রেণির পক্ষে। আজ এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও আপনারা যে হাজার হাজার মানুষ এখানে এসেছেন, বসে শুনছেন, কাল দেখবেন এর কোনও খবর কাগজে, মিডিয়ায় থাকবে না। থাকলেও দু-এক লাইন, সেটা কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে। এই খবরের কাগজ, নানা মিডিয়া কারা চালায়? চালায় পুঁজিপতিরা। তারা এমন মার্ক্সবাদী বা বামপন্থী চায়, যারা পুঁজিবাদের কাছে বিপজ্জনক নয়, বরং সাহায্যকারী। এইসব দলেরই প্রচার তারা দেয়। এসইউসিআই(সি)-কে তারা দুশমন মনে করে। এই দলের অগ্রগতি ওদের কাছে আতঙ্কজনক। তাই কোনও প্রচার দেয় না। অথবা কেউ কেউ বাধ্য হয়ে সামান্য কিছু কখনও সখনও দেয় বা অনেক সময় বিভ্রান্তি ছড়ায়। কিন্তু এই করে কি এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর অস্তিত্ব মুছতে পেরেছে? অগ্রগতি রুখতে পেরেছে? এই রাজ্যে আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। দলে দলে ছাত্র, তরুণ-তরুণী যুক্ত হচ্ছে। গ্রামে কৃষকরা, শহরে শ্রমিকরা আমাদের দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে। গোটা দেশেও ব্যাপক অগ্রগতি হচ্ছে। ২৬টি রাজ্যে, ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আজ ৫ আগস্ট পালিত হচ্ছে।

সংগ্রামী বামপন্থার স্বার্থে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে আরও শক্তিশালী করুন

সত্যের শক্তি অমোঘ, কেউ তাকে আটকাতে পারে না। ফলে সেই শক্তির জোরেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রবল গতিতে এগিয়ে চলছে। এই দলকে আপনারা আরও শক্তিশালী করুন। আপনারা এগিয়ে চলার শপথ নিন এবং জনগণকেও রাজনীতিতে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলুন। সিপিএম কর্মীদের বলব, নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতির মোহ ত্যাগ করে আপনারা সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনে আসুন, লড়াইতে আসুন। এই পশ্চিমবাংলা বামপন্থার ঘাঁটি ছিল। চৌত্রিশ বছর আপনাদের নেতারা যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে যে ভাবে গায়ের জোরকেই একমাত্র হাতিয়ার করে চলেছিলেন, তার দ্বারা বামপন্থাকেই যে কলঙ্কিত করেছেন, এ ইতিহাস তো অস্বীকার করা যায় না। সেই সুযোগেই তৃণমূল মাথা তুলেছে,

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 79, No.: 3 Bengali Weekly 14 August, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

রাজ্য জুড়ে বন্যাত্রাণ সংগ্রহ এসইউসিআই(সি)-র

আসাম ও ওড়িশার ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে গোটা দেশের মানুষ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দলের উদ্যোগে এ রাজ্যের সর্বত্র ত্রাণ সংগ্রহ করা হয় ৮ আগস্ট। পাঁচ বছর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসামকে বন্যামুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যে কতবড় মিথ্যা, এ বারের বন্যা তা প্রমাণ করে দিল। ওড়িশার পরিস্থিতিও ভয়াবহ। অপরিকল্পিতভাবে একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার জন্য প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করছে বিজেপি সরকার। এরই পরিণামে এই ভয়াবহ বন্যা।

রাজ্যজুড়ে ত্রাণ সংগ্রহ

‘কর্পোরেট, ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন সফল করায় কৃষক-শ্রমিকদের অভিনন্দন

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে প্রবল বিক্ষোভ কৃষক-শ্রমিকদের। ১০ আগস্ট

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’-এর আদলে ১০ আগস্ট সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম)-এর ব্যানারে এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ‘কর্পোরেট ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য অল ইন্ডিয়া কিসান-খেত মজদুর সংগঠন’ (এআইকেকেএমএস)-এর সভাপতি সত্যবান ও সর্বভারতীয় সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ এক বিবৃতিতে দেশের কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী এবং স্কিম ওয়ার্কারদের বিপ্লবী শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এ দিন দেশের বিভিন্ন জেলার সদর দপ্তর এবং রাজ্যগুলির রাজধানীতে কৃষক ও শ্রমিকরা যৌথভাবে শক্তিশালী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন এবং গ্রেফতার বরণ করে ‘জেল ভরো’ আন্দোলন সফল করে তোলেন। তাঁরা এক যৌথ বিবৃতিতে ভারত সরকারকে আবারও সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দেশের কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থবিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সমস্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চলমান বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ করে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাঁরা সমস্ত ফসলের উৎপাদন খরচের দেড় গুণ হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারি ক্রয়ের গ্যারান্টি দিয়ে আইন প্রণয়ন, কৃষকবিরোধী ‘বীজ বিল ২০২৫’ এবং ‘বিদ্যুৎ বিল ২০২৫’ প্রত্যাহার, সমস্ত কৃষকদের ব্যাঙ্কঋণ মকুব, শস্য বিমা প্রকল্পকে কৃষকবান্ধব করতে সংস্কার, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা এবং মাসে ১০,০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা চালু করার দাবি জানিয়েছেন।

সংযুক্ত কিসান মোর্চা ভবিষ্যতেও শ্রমিক ও কর্মচারীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে যাবে। তারা চারটি শ্রমিকবিরোধী লেবার কোড বাতিল, ৮ ঘণ্টার কর্মদিবস পুনর্বহাল, মজুরি ছাঁটাই বন্ধ, মাসে সর্বনিম্ন ৩১,০০০ টাকা মজুরি চালু এবং স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান।

এআইকেকেএমএস নেতা সত্যবান এবং শঙ্কর ঘোষ সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন যে, যদি এই দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না করা হয়, তবে আন্দোলন আরও জোরদার ও বিস্তৃত করা হবে। কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী এবং স্কিম ওয়ার্কারদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

রাঁচিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের সংহতি জানাল এআইডিএসও

জেপিএসসি, জেএসএসসি এবং সিজিএল পরীক্ষায় অনিয়ম ও কারচুপির বিরুদ্ধেআন্দোলনরত ছাত্রদের সংহতি জানিয়ে এআইডিএসও-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সম্পাদক সোহন মাহাতো ৬ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর যে আন্দোলন চলছে, সরকার এখনও পর্যন্ত তাঁদের দাবি মেনে নেয়নি। সংগঠনের রাজ্য কমিটি আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। আমরা জেপিএসসি, জেএসএসসি এবং সিজিএল পরীক্ষার কারচুপির সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড সরকার যেন অবিলম্বে সমস্ত পরীক্ষার বার্ষিক ক্যালেন্ডারপ্রকাশ করে।

তিনি বলেন, এই আন্দোলনে এআইডিএসও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। সরকার যদি কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না নেয়, তবে ১০ আগস্ট ছাত্রদের বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচিতে এআইডিএসও সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও যুবসমাজকে বিপুল সংখ্যায় যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা, জেপিএসসি, জেএসএসসি-র অনিয়মিত পরীক্ষার অবিলম্বে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাবিরোধী এনইপি-২০২০ এবং এনটিএ বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি। একই দিনে এসইউসিআই(সি)-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক স্বপন চ্যাটার্জী এক বিবৃতিতে দাবি জানান, অবিলম্বে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ এবং সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল করা হোক এবং দুর্নীতির ছাপ লেগে থাকা পরীক্ষাগুলিকে অবিলম্বে বাতিল করে নতুন ভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করুক সরকার।

ছবি ঃ জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামের অবস্থান আন্দোলনে এআইডিএসও নেতা-কর্মীরা

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

সাতের পাতার পর

আজ বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। ’৬৮ সালে তখনও সিপিএম একক ভাবে সরকার গঠন করেনি। যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই তাদের কাজকর্ম দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ‘তোমরা কমিউনিজমকে কলঙ্কিত করছ, বামপন্থার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নষ্ট করছ। এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওঁৎ পেতে বসে আছে, তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে, তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে।’ ঘটলও ঠিক তাই।

সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের কাছে, তাঁদের বিবেকের কাছে আমি আবেদন করব— নেতারা যে দিকে চলতে বলবেন, কর্মীরা কোনও বিচার না করে সে দিকেই চলবেন— এটা প্রকৃত বামপন্থা নয়, মার্ক্সবাদ তো নয়ই। এই শিক্ষা আমাদের দলে নেই। আমি যদি বলতাম বিজেপিকে ভোট দাও, এটাই ট্যাকটিক্স, কর্মীরা সেটা প্রত্যাখ্যান করতেন। তা হলে আপনারা যাঁরা সত্যিকারের বামপন্থী, আপনাদের মধ্যে যাঁদের কমিউনিজমের প্রতি আবেগ আছে, নেতারা যদি তাঁদের এমন কথা বলেনও, তাঁরা তা মানবেন কেন? ট্যাকটিক্স মানে কি সুবিধাবাদ? একটা আদর্শ তো সামনে থাকবে! সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখার আবেদন করছি। আপনাদের দল মন্ত্রীত্বসর্বস্ব, ভোটসর্বস্ব রাজনীতি পরিহার করে সংগ্রামী বামপন্থী রাস্তায়, গণআন্দোলনের রাস্তায় যাতে আসে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হোন।

আমরা লড়াই করে যাব, গণআন্দোলন গড়ে তুলব, লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়াব। কর্মীদের প্রাণ যাবে, কিন্তু আমরা বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করে নিয়ে যাব। আমাদের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা স্মরণ করে আসুন আজ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে আমরা লড়াই করে যাব। একদিন আমি থাকব না, এই মঞ্চে যাঁরা আছেন অনেকেই থাকবেন না, কিন্তু এই লড়াই চলতে থাকবে। ফলে আপনারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করুন এবং বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সাধনা করুন। নিজেরা তৈরি হোন। আজ এই কথা বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি। এই বৃষ্টির মধ্যেও যে আপনারা এতক্ষণ শুনেছেন, তার জন্য আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

রাজ্যে রাজ্যে শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উদযাপনের ছবি ও খবর পরের সংখ্যায়

গণদাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - ১৫০ টাকা
সডাক - ১৬৫ টাকা

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com